গাংনীর পিরতলা গ্রামে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে একজনকে পিটিয়ে আহত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার পিরতলা গ্রামে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে কামরুল ইসলাম (৪৫) নামের এক ব্যাক্তিকে পিটিয়ে আহত করেছে প্রতিপক্ষরা।

আহত কামরুল ইসলাম পিরতলা গ্রামের রাহাতুল ইসলামের ছেলে। আহত কামরুল ইসলাম গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফিরেছেন।

রোববার বিকালে বিরোধপূর্ণ জমিতে গাছ লাগাতে গিয়ে হামলার শিকার হন তিনি। হামলাকারী তারই চাচাত ভাই আমিরুল ইসলাম।

কামরুল ইসলামের শ্যালক স্থানীয় কৃষকলীগ নেতা সোহেল রানা জানান, আমার ভগ্নিপতির চাচা নুহু’র কোনো সন্তান নেই। কামরুল ইসলামকে ছোট বেলা থেকে বড় করেছেন। কামরুলের বাড়ির পাশে ওই নি:সন্তান চাচার ৩ শতক জমি আছে। সেই জমিটিতে কামরুলকে গাছ লাগানোর অনুমতি দেন। সেই জমিতে গাছ লাগাতে গেলে আমিরুল ইসলাম আমার ভগ্নিপতিকে বাঁশের লাঠি দিয়ে পিটিয়ে আহত করেন।

পরিবারের লোকজন কামরুলকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেন। সেখান থেকে চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফিরেছেন। এব্যাপারে কামরুল ইসলাম বাদী হয়ে গাংনী থানায় একটি এজাহার দায়ের করেছেন।

মেহেরপুরে কাউন্সিলর বিপুল

হত্যা মামলার সকল আসামির জামিন বাতিল

মেহেরপুর পৌরসভার ৮নং ওয়ার্ড তৎকালীন কাউন্সিলর ও জেলা যুব লীগের সাবেক সাধারন সম্পাদক আবদুল্লাহ আল মামুন বিপুল হত্যা মামলার ৬ আসামির জামিন বাতিল করে জেল হাজতে পাঠিয়েছেন আদালত।

আজ রবিবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ মো: ওয়ালিউল ইসলাম এ আদেশ দেন। একই সঙ্গে আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি রায় ঘোষণার দিন ধার্য করেন আদালত।

আসামিরা হলেন, জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান, সাবেক সভাপতি সাজ্জাদুল আনাম, যুবলীগ নেতা ইয়ানুস শেখ, মাহফুজ আলী, লিখন ও বাদশা।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১৩ সালের ২৮ জানুয়ারি সোমবার দিবাগত রাত ১০ টার দিকে মেহেরপুর শহরের কাসারি পাড়াস্থ জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক (সাবেক সহ প্রচার সম্পাদক) শহিদুল ইসলাম পেরেশানের বাড়িতে একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের তৎকালিন সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর পৌর সভার ৮ নং কাউন্সিলর আব্দুল্লাহ আল মামুন বিপুল যোগ দেন। অনুষ্ঠান চলাকালিন সময়ে অজ্ঞাত চার-পাঁচজন অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা সেখানে প্রবেশ করে তাকে লক্ষ্য করে পর পর ৩ রাউণ্ড গুলি করে। এতে তার মাথায় ও বুকে তিনটি গুলিবিদ্ধ হয়। তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ হত্যাকান্ডের ঘটনায় বিপুলের স্ত্রী বেলী খাতুন বাদী হয়ে ২ দিন পর বুধবার দুপুরে জেলা মেহেরপুর যুবলীগের তৎকালিন সভাপতি সাজ্জাদুল অনাম, অর্থ সম্পাদক ও বর্তমান মেহেরপুর পৌর সভার মেয়র মো: মাহাফুজুর রহমান রিটন, বাড়ির মালিক ও সহপ্রচার সম্পাদক শহিদুল ইসলাম পেরেশানসহ ৭জনের বিরুদ্ধে মামলা একটি দায়ের করেন। পরবর্তিতে পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন ও তার শ্যালক আরিফুর রহমান, জেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি সাজ্জাদুল আনামকে চার্জশিট থেকে বাদ দেওয়া হয়। পরবর্তিতে মামলা সিআইডির কাছে হস্তান্তর হলে শহিদুল ইসলাম পেরেশান, তার ভাই বাদশা, ইয়ানুস, লিখন, মাহফুজ ও জেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি সাজ্জাদুল আনামকে আসামি করে চার্জশিট

দেয় সিআইডি।

মামলায় সরকারি পক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য এবং আসামি পক্ষে ইয়ারুল ইসলাম, কামরুল ইসলামসহ একাধিক আইনজীবী অংশ নেন।

পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য জানান, বিজ্ঞ বিচারক চার্জশিটভুক্ত ৬ আসামির জামিন বাতিল করে তাদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন এবং একই সঙ্গে আগামি ১৬ ফেব্রুয়ারি রায় ঘোষণার দিন ধার্য করেন।

কেরুজ সাবেক সভাপতির মা-ভাইসহ প্রয়াত শ্রমিক-কর্মচারীর আত্নার মাগফেরাত কামনায় দোয়া মাহফিল

কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি তৈয়ব আলী মা আবিদা খাতুন সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন। ইতিপূর্বে তার বড়ভাই ততকালীন কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি মজিবুর রহমান সড়ক দূর্ঘটনায় মারা যান।

প্রয়াত মা-ভাই সহ কেরুজ চিনিকলের সকল প্রয়াত শ্রমিক-কর্মচারীর আত্নার মাগফেরাত কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার বিকালে তৈয়ব আলী সংগঠন কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পর্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন দর্শনা পৌর মেয়র মতিয়ার রহমান। অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক মাহফুজুর রহমান মঞ্জু, সৈয়দ মজনুর রহমান, কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ফিরোজ আহমেদ সবুজ, সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ, সহসভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান, সহসাধারণ সম্পাদক খবির উদ্দিন।

□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□

□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□, □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□, □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□, □. □□ □□□□, □□□□□□ □□□□ □□□□, □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□

□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□
□□□□□ □□□□, □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ (□□), □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□-□□ □□□ (□□), □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ (□□)□

□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ (□□ □□□□□æ□□□□) □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ (□□□) □□□ □□□□ □□□ □ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□

□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ (□□ □□□□□æ□□□□) □□□□□□ □□□ □ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□, □□□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□

□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□(□)/□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□, □□□□□ □□/□□/□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□

□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□,

আটককৃতদের মধ্যে জেলা জামায়াতের সেক্রেটারী ইকবাল হোসেন ও নায়েবে আমীর মাওলানা মাহাবুব-উল আলমকে সদর থানায় রেখে বাকীদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

দর্শনা কেরুজ চিনিকলে মরাগাছ কাটার অযুহাতে বাগান কেটে সাবাড়

দর্শনা কেরুজ চিনিকলের বয়লারে খড়ি জন্য মরাগাছ কাটার অযুহাতে বাগান কেটে সাবাড় করে দেয়ার অভিযোগ উঠেছে বীজ পরিদর্শন ও কৃষিতত্ব বিভাগের ব্যবস্থাপক দেলোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে।

বিষয়টি জানাজানি হলে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার পায়তারা চালাচ্ছেন চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। বিষয়টি তদন্তপূর্বক অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি তুলেছে সচতেন মহল।

জানাগেছে, দর্শনা কেরুজ চিনিকলের মাড়াই মোরসুম শুরু হলে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বয়লারের জন্য খড়ি সংগ্রহ করে থাকে। বিধি মোতাবেক ২০২১-২২ মড়াই মোরসুমে টেণ্ডারে অংশ গ্রহণ করে খড়ি সরবরাহের জন্য অনুমোদন পায় দর্শনা ইসলাম বাজারের ঠিকাদার আতিয়ার রহমান হাবু।

তিনি চুক্তি মোতাবেক চলতি মাড়াই মোরসুমে ৪৫ কার্যদিবসের জন্য ১১শ মেট্রিক টন খড়ি সরবরাহ করেন। মাঝে পথে বয়লারে দেখা দেয় খড়ির সংকট। সে সংকট মেটাতে কর্তৃপক্ষ তড়িঘড়ি করে চিনিকলের বিভিন্ন কৃষি খামারের মরাগাছ কাটার নির্দেশ দেন।

সেই সাথে গাছ কাটার জন্য ২ লাখ টাকা বরাদ্ধও দেয়া হয়। অভিযোগ উঠেছে গাছ কেটে খড়ি সংগ্রহ করার দায়িত্বে থাকা বীজ পরিদর্শন ও কৃষিতত্ব বিভাগের ব্যবস্থাপক দেলোয়ার হোসেন খড়ি সংগ্রহের অযুহাতে বিভিন্ন খামারের মূল্যবান গাছ কেটে সাবাড় করে দিয়েছেন।

মূল্যবান গাছে ফার্ণিচার তৈরীরর উপযোগি সারি গাছগুলো অন্যত্রে সরিয়ে রেখেছেন। সেই সাথে প্রায় দেড়লাখ টাকার খড়ি অন্যত্রে

বিক্রিও করে দিয়েছেন তিনি।

যদিও গাছ কাটার জন্য কর্তৃপক্ষ বীজ পরিদর্শন ও কৃষিতত্ব বিভাগের ব্যবস্থাপক দেলোয়ার হোসেনকে প্রধান করে মহা-ব্যবস্থাপক (অর্থ) গোলাম জাকারিয়া, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ইয়াসির আরাফাত ও জহির উদ্দিনের (ভুমি) সমন্বয়ে ৪ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করে দিয়েছেন।

একটি সূত্র জানিয়েছে, প্রতিবছর মাড়াই মরসুমে সংকট দেখিয়ে কৃষি খামারের মূল্যবান গাছ কর্তন করা হয়ে থাকে। তা থেকে কিছু অংশ খড়ি হিসাবে বয়লারে যায়। আর গাছের মূল্যবান অংশ কারো কারো বাড়ির ফার্নিচার বানানোর জন্য চোখের আড়াল করে রাখা হয়। পরে সুযোগ সুবিধা বুঝে স মিলে নিয়ে চেরা হয়।

এব্যাপারে অভিযুক্ত দেলোয়ার হোসেন বলেন, আমার ভুল হয়েছে।

মরাগাছ কাটার অযুহাতে খামারের বাগান কেটে সাবাড় করার ব্যাপারে চিনিকলের ব্যবস্থপনা পরিচালক মোশারফ হোসেন অভিযুক্ত দেলোয়ারের পক্ষ নিয়ে বলেন, আমি সব জানি। কোন অনিয়ম হয়নি। কমিটির মাধ্যমে গাছ কাটা হচ্ছে। আর কাটার জন্য অর্থও বরাদ্ধ দেয়া হয়েছে। শুনেছি একটি গাছ কাটা হয়েছে খতিয়ে দেখছি। এ যেন শাখ দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা। সচেতন মহলের দাবি চনিকিলটিতে সব জায়গায় চলেছে লুটপাট। তার পরও বিষয়টি খতিয়ে দেখে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে করপোরেশন যেন যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

আলমডাঙ্গায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের ভ্রাম্যমান অভিযানে জরিমানা

আলমডাঙ্গার কুমারী বাজারে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালনা করেছে।

রোববার দুপুরে পরিচালিত এ অভিযানে ৮ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারি

পরিচালক সজল আহম্মেদের নেতৃত্বে আলমডাঙ্গার কুমারী বাজারে ভ্রাম্যমান অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে নোঙর কফি এন্ড স্ন্যাকস প্রতিষ্ঠানে তদারকিকালে ফ্রিজ ভর্তি মেয়াদোত্তীর্ণ পানি ও কোকাকোলা, কফি বানানোর মেয়াদ উত্তীর্ণ দুধ, বার্গারের জন্য মেয়াদ উত্তীর্ণ বনরুটি রাখার অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর ৫১ ধারায় ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এ সময় মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্যগুলো ঘটনাস্থলেই নষ্ট করা হয়।

একই সময় মেসার্স রহিম স্টোরে মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য ও পণ্যের মুল্যতালিকা যথাযথভাবে প্রদর্শন না করায় ৩৮/ ৫১ ধারায় ২ হাজার টাকা ও মেসার্স শীতল মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করায় ১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমান জরিমানাকালে সহযোগিতায় ছিলেন আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের একটি টিম।

আলমডাঙ্গায় পানিতে ডুবে ৬ বছরের শিশুর মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় পানিতে ডুবে সুরভী খাতুন (৬) নামে এক শিশুকন্যার মৃত্যু হয়েছে।

রোববার দুপুরে উপজেলার ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়নের ভোগাইল গ্রামে এঘটনা ঘটে। সুরভী খাতুন একই গ্রামের মাঝেরপাড়ার সবুজ হোসেনের মেয়ে। সন্ধ্যায় মরদেহ দাফন সম্পন্ন করা হয়েছে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের ভোগাইবগাদি গ্রামের সবুজ হোসেনের শিশু কণ্যা সুরভী। রবিবার দুপুরে ছোট ছেলে হুজাইফাকে গোসল শেষ করে ঘুম পাড়ানোর জন্য দুগ্ধ পান করাচ্ছিলেন মা রোজিনা খাতুন।

এই সুযোগে শিশু সুরভী খাতুন বল নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। কিছুক্ষন পর হুজাইফা ঘুমিয়ে পড়লে মেয়ে সুরভীকে গোসল করানোর

জন্য খুজতে থাকে মা।

অনেকক্ষন খোঁজাখুঁজির পর বাড়ির পাশে থাকা ঢোবার (বড় গর্ত) সামনে সুরভীর স্যান্ডেল ও বলটি ভাসতে দেখে স্থানীয়রা। পরে ঢোবার পানির মধ্যে থেকে সুরভীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, পরিবারের অসাবধানতায় শিশুটি গর্তের পানিতে ডুবে মৃত্যু হয়েছে। অভিযোগ না থাকায় মরদেহ পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে

আলমডাঙ্গায় ট্রেনে টেনে নিলো বৃদ্ধকে, মিললো রক্তাক্ত মরদেহ

রেললাইনের উপরে গামছা তুলতে গিয়ে দ্রুতগামী আন্তঃনগর বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে টেনে নিলো বৃন্ধকে। ৫০ ফিট দুরে মিললো বৃদ্ধর ক্ষতবিক্ষত লাশ।

ঘটনাটি আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার মহিলা কলেজ সন্নিকটে ঘটেছে । নিহত বৃদ্ধ মেগলান বেথ (৭৫) মৃত হারান বেথ এর ছেলে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার মহিলা কলেজের সন্নিকটে রেললাইন পাশে প্রায় দুই যুগ ধরে বসবাস করে মেগনাল বেথ তার পরিবার। মেগনাল বেথ বয়সের কারণে কানে শুনতে পারে না।

রবিবার বেলা সাড়ে ৩ টার দিকে রেললাইনের উপরে গামছা তুলতে যায়। খুলনা থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাওয়া দ্রুত গামি আন্তঃনগর বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেন তাকে ধাক্কা মারে।

মেগনালকে টেনে নিয়ে যায় প্রায় ৫০ ফিট দুরে। সেখান থেকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে বৃদ্ধ মেগনালের রক্তাক্ত মরদেহ।

ঝিনাইদহে ৭ দিনে এক নারীসহ তিনজন খুন

ঝিনাইদহে ৭ দিনের ব্যবধানে খুন হয় এক নারীসহ তিন জন। এ ঘটনায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে পুলিশ সহ সকল আইন শৃঙ্খলা বাহিনী। একই রকম হত্যাকান্ডের ধরণ দেখে পুলিশ বিশেষ পরিকল্পপনায় মাঠে নামে।

এরই মধ্যে গত ১০ই ফেব্রুয়ারী সদর উপজেলার পোড়াহাটী গ্রামে ধর্ষনের পর খুন করা হয় বিবিজান নেছা (৪৫) নামে এক নারী। এ ঘটনায় জনতার হাতে আটক হয় ইয়াদ আলী মোল্লা নামে এক খুনি। পুলিশ আদালতের মাধ্যমে ৫ দিনের রিমান্ড চায়। বিজ্ঞ আদালত দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে।

বিবিজান নেছা হত্যার তদন্ত করতে গিয়ে বেরিয়ে আসে বিকৃত যৌনাচার থেকে ইয়াদ আলীর সিরিয়াল কিলার হয়ে উঠার ভয়ংকর এক গল্প। কি ভাবে সে একে একে তিনটি হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে তার বর্ননা দেন ঘটনাস্থলে গিয়ে। তার এই বর্ণনা শুনে চমকে ওঠে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। সিরিয়াল কিলার ইয়াদ আলী নড়াইল জেলা শহরের বিলডুমুরতলা গ্রামের মৃত চাঁন মোল্লার ছেলে।

ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আবুল বাশার জানান, গত ১০ই ফেব্রুয়ারী ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পোড়াহাটি গ্রামে বিবিজান নেছা (৪৫) নামের এক নারীকে ধর্ষনের পর তাকে নৃশংস ভাবে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা করে ইয়াদ আলী মোল্লা। পালিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয়রা তাকে আটক করে র্যাবে সোপর্দ করে। এ ঘটনায় ওই দিন নিহতের ছেলে আবু জাফর বাদী হয়ে ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করে।

এর আগে গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ঝিনাইদহ সদর উপজেলার তেঁতুলতলা এমকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বারান্দা থেকে ইলিয়াস আলী পাটোয়ারি ও ৯ ফেব্রয়ারী লাউদিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সিঁড়ি ঘরের নিচ থেকে অজ্ঞাত এক ব্যক্তির গলিত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। হত্যার ধরণ এক রকম দেখে সন্দেহ হলে পুলিশ ওই দুই হত্যার সাথে জড়িত কিনা তা নিয়ে ইয়াদ আলীকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে।

এক পর্যায়ে পুলিশের কাছে স্বীকার করে ইয়াদ আলী, সে ওই দুই হত্যাকান্ডের সঙ্গেও জড়িত। ইয়াদ আলীর দেয়া বর্ণনার উদ্বৃতি ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবুল বাশার বলেন, গত ৫ই ফেব্রুয়ারী রাতে এমকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বারান্দায় ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় ইলিয়াস পাটোয়ারির সঙ্গে বিকৃত যৌনাচারে লিপ্ত হওয়ার চেষ্টা করে। সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে টিউবওয়েলের হাতল দিয়ে মাথায় আঘাতের পর আঘাত করে হত্যা করে চাঁদপুর জেলার কচুয়া উপজেলার নুরপুর গ্রামের বৃদ্ধ ইলিয়াসকে।

এর আগে ৩ই ফেব্রুয়ারী লাউদিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বারান্দায় ঘুমন্ত অজ্ঞাত পরিচয়ের এক ব্যক্তির সঙ্গেও ইয়াদ বিকৃত যৌনাচারের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে তাকে লাঠি দিয়ে মাথায় আঘাত করে মৃত্যু নিশ্চিত করে পালিয়ে যায় ইয়াদ। সেই লাশ উদ্ধার হয় ৯ই ফেব্রুয়ারী।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবুল বাশার জানান, আমরা তদন্ত করে ও তার হত্যার বর্ণনা দেখে নিশ্চিত হয়েছি যে বিকৃত যৌনাচার ও ধর্ষণে বাঁধা দেওয়ার কারণে ইয়াদ আলী একে একে তিনটি হত্যা করে।

বিষয়টি নিয়ে ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি শেখ মোহাম্মদ সোহেল রানা জানান, ৩টি ঘটনায় ২টিতে হত্যা মামলা ও ১ টিতে অপমৃত্যু মামলা হয়েছিল। এখন ৩টি হত্যা মামলা বলে গন্য হবে।

তিনি আরও বলেন, ইয়াদ আলী আরও কোন হত্যার সাথে জড়িত কি না তবের করার চেষ্টা করছি। ইয়াদ আলী মাদক সেবন করে বিকৃত যৌনাচার করার জন্য বিভিন্ন স্থানে হানা দিত। সে নড়াইল থেকে গত ৫ মাস আগে ঝিনাইদহে আসে বলে পুলিশকে জানিয়েছে।

ভালবাসা দিবস ও বসন্ত উৎসবকে ঘিরে ব্যস্ত সময় পার করছে

ঝিনাইদহের ফুলচাষিরা

দুই বছরের লোকসান কাটিয়ে ফুলের রং এ স্বপ্ন রাঙ্গাতে ব্যস্ত সময় পার করছেন ঝিনাইদহের ফুলচাষিরা। এ বছর ফুলের চাহিদা অনেক। সরবরাহে হিমশিম খাচ্ছেন চাষিরা। দামও বেশি, ফুলের বর্তমান দাম বিগত ১৫ বছরের থেকে সর্বোচ্চ বলছেন চাষিরা।

প্রতিবছর ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস এলেই এ জেলার ফুলচাষি ও ফুলকর্মীদের ব্যস্ততা বেড়ে যায়। বিভিন্ন জাতীয় উৎসবে মূলত এলাকায় উৎপাদিত ফুলই ব্যবহৃত হয়। চলতি মাসেই রয়েছে তরুণ-তরুণীদের প্রাণের উৎসব বসন্তবরণ ও বিশ্ব ভালোবাসা দিবস। এছাড়া রয়েছে ২১ ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা দিবস। এসব উৎসবের কয়েকদিন আগে থেকেই বাজারে ফুলের চাহিদা বেড়েছে।

জেলা কৃষি বিভাগের তথ্যমতে, চলতি মৌসুমে ঝিনাইদহ জেলায় ফুলের আবাদ হয়েছে ২১০ হেক্টর জমিতে। এর মধ্যে জেলা সদরের গান্না, কোটচাঁদপুর উপজেলার ইকড়া, কালীগঞ্জ উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা, মহেশপুর উপজেলার নেপা, শ্যামকুড় এলাকায় সবচেয়ে বেশি ফুলের আবাদ হয়।

জেলায় আবাদ করা মোট ফুলের মধ্যে গাঁদা ফুলই শতকরা ৭০ ভাগ। এছাড়া বিভিন্ন এলাকায় মাঠের পর মাঠে চাষ করা হয়েছে গোলাপ, রজনীগন্ধা, গ্লাডিওলাস, চন্দ্রমল্লিকা, জারবেরাসহ নানান ফুল।

বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাস সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার কারণে সব ধরনের উৎসব অনুষ্ঠান বন্ধ থাকায় ২০২০ ও ২০২১ সালে আর্থিকভাবে লোকসানে পড়েন ফুলচাষিরা। অনেকেই এ সময়ের মধ্যে অন্য চাষাবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েন।

কিন্তু ২০২১ সালের শেষের দিকে সংক্রমণ কমে আসায় সরকার থেকে অনেক অনুষ্ঠানাদির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। ফলে আবারও ফুলচাষে ফিরে আসেন চাষিরা। চলতি বছরের ২০ জানুয়ারির পর থেকে বাজারে সব ধরনের ফুলের দাম বাড়ছে বলে জানিয়েছেন চাষিরা।

বালিয়াডাঙ্গা, গান্না বাজার ও কালীগঞ্জের মেইন বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে দেখা যায়, দুপুর থেকে শত শত কৃষক তাদের ক্ষেতের উৎপাদিত ফুল ভ্যান, স্কুটার ও ইঞ্জিনচালিত বিভিন্ন পরিবহনযোগে নিয়ে আসছেন। বেলা গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বালিয়াডাঙ্গা বাজার ও কালীগঞ্জ মেইন

বাসস্ট্যান্ড ভরে যায় লাল, সাদা আর হলুদ ফুলে ফুলে।

সারাদেশের আড়তগুলোতে ফুল পাঠাতে আসা ফুল চাষিদের সঙ্গে আলাপ করে জানা যায়, তারা সারাবছরই ফুল বিক্রি করেন। তবে প্রতিবছর বাংলা ও ইংরেজি নববর্ষের দিন, স্বাধীনতা দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও ভালোবাসা দিবস ইত্যাদি দিনগুলোতে ফুলের অতিরিক্ত চাহিদা থাকে। এ সময় দামও থাকে ভালো।

কোটচাঁদপুরের ইকড়া গ্রামের ফুলচাষি সেলিম হোসেন বলেন, ‘বর্তমানে আমার চন্দ্রমল্লিকা ক্ষেতে প্রচুর কুঁড়ি আছে। এই ফুল দু-একদিনের মধ্যে বিক্রির উপযোগী হবে। তাই গাছে মাচা করে দিচ্ছি। এতে গাছ হেলে পড়বে না, ফুলেও ময়লা লাগবে না। মানটাও অনেক ভালো থাকবে।

একই এলাকার গাঁদা ফুলচাষি হাফিজ জানান, এবার ফুলের দাম অনেক বেশি। তার এক বিঘা জমি থেকে গত একমাসে ৭০ হাজার টাকার ফুল বিক্রি করেছেন। বসন্তবরণ, ভালোবাসা দিবস ও একুশে ফেব্রুয়ারিতে আরও বেশি দাম পাবেন আশা করছেন তিনি।

এই ফুলচাষি আরও বলেন, বর্তমানে ফুলের বাজারদর গত ১৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। এরকম দাম থাকলে আগামী মার্চ মাস পর্যন্ত তিন লাখ টাকার ফুল বিক্রি করতে পারবেন বলে আশা করছেন তিনি।

ঝিনাইদহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আজগর আলী জানান, এ মুহূর্তে ফুলের মান ভালো রাখতে কৃষকদের নন-ইউরিয়া সার ও জৈবসার ব্যবহারে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।